ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৬০ ● কলকাতা ● ১৮ ফাল্গুন, ১৪৩১ ● সোমবার ● ০৩ মার্চ ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভোটার কার্ড নিয়ে নির্বাচন কমিশনের যুক্তিকে তীব্র কটাক্ষ বিকাশের, 'সাধুবাদ' দিলেন তৃণমূলকে

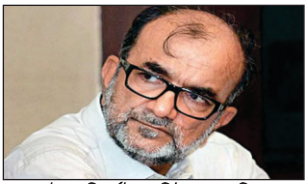

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

একই এপিক (সচিত্র পরিচয়পত্র) নম্বরে একাধিক নাম থাকা মানেই ভুয়ো ভোটার নয়। এপিক নম্বর এক হলেও ভোটকেন্দ্র এবং বিধানসভা কেন্দ্র আলাদা হয়। ভুয়ো ভোটার এবং একই নম্বরের একাধিক ভোটার কার্ড নিয়ে যখন অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে, বিজ্ঞপ্তি জারি করে এমনই ব্যাখ্যা দিল নির্বাচন কমিশন। ভোটার কার্ড

এরপর ৪ পাতায়

আইপ্যাকের সাহায্য নিয়েই ২০২৬-এর ভোটের দিকে যাবে তৃণমূল, যা চতুর্থ বার ক্ষমতায় ফেরার লড়াই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছিল, পরিষদীয় দলের বৈঠকে পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাক নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'অসন্তোষ' প্রকাশ করেছেন। শাসকদলের একাধিক সূত্র দাবি করেছিল, বৈঠকে মমতা বলেছিলেন, ও সব 'প্যাক-ফ্যাক' তিনি বোঝেন না। এ সব করে তাঁর কাছে অনেক ভুল তথ্য পৌঁছেছে। অনেকে পাল্টা যুক্তি দিচ্ছেন এই বলে যে, মমতার 'প্যাক-মন্তব্য' ছিল অভ্যন্তরীণ বৈঠকে। তার কোনও রেকর্ড নেই। কিন্তু নেতাজি ইন্ডোরে প্রকাশ্যে মমতা আইপ্যাকের সঙ্গে সমন্বয় রেখে দলকে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যার ফলে পেশাদার ধাঁচে কাজ করতে অভ্যস্ত নেতারাও খানিকটা বল পেয়েছেন। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট, ২০২১ এবং ২০২৪ সালের মতো আইপ্যাকের সাহায্য নিয়েই ২০২৬-এর ভোটের দিকে যাবে তৃণমূল, যা তাদের চতুর্থ বার ক্ষমতায় ফেরার লড়াই।ফেব্রুয়ারি ২০২৫: সেই মমতাই গত

এরপর ৩ পাতায়

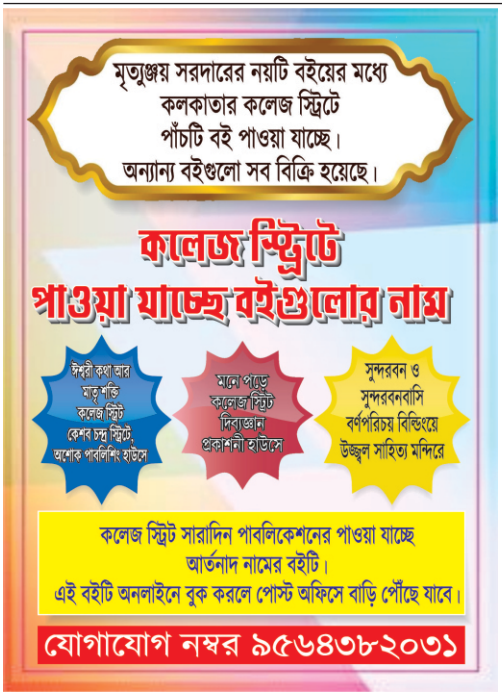

তিনদিনে ২৫ জনকে কামড়: আতান্তরে স্থানীয় প্রশাসন

সুলেখা চক্রবর্তী , হাওড়া

গত তিন দিন ধরে হাওড়ার বাগনান দুই ব্লকের ওড়ফুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের হেলেদ্বীপ,পিপুল্যান এলাকায় একটি লাল রঙের পাগলা কুকুর পঁচিশ জন পথ চলতি মানুষকে কামড়ে দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।ফলে এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে গত কয়েকদিন ধরেই ওই এলাকায় পাগলা কুকুরটি ঘোরাঘুরি করছে। পথ চলতি মানুষকে কামড়ে আশপাশের ঝোপে পালিয়ে যাচ্ছে । উল্লেখ্য ওই এলাকায় আতঙ্ক এতটাই যে গত দুই দিনে স্কুলে ও অনেক শিশুকে পাঠায় নি অভিভাবকরা।তার উপর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা।বিষয়টি নিয়ে ওড়ফুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঘুনাথ জানা জানিয়েছেন,"বিষয়টি বন দফতরকে জানানো হলে যেহেতু কুকুর বন্যপ্রাণী নয় ,তাই তাদের কিছু করার নেই বলে জানিয়েছে।এখন পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি এবং প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে কি করা যায় দেখছি।"প্রসঙ্গত এলাকার বাসিন্দারা এখন লাঠি হাতে এলাকা পাহারা দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।তবে ওই কুকুরটিকে নিয়ে রীতিমতো আতান্তরে পড়েছেন স্থানীয় প্রশাসন অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তা ব্যক্তিরা। কারন কুকুরটিকে মারলে পশুপ্রেমীরা একদিকে যেমন রে রে করে উঠবেন,দাবী তুলবেন ধরে চিকিৎসা করানো হন কেন?তেমনি অবলা এক জীবকে মারতে ও ভালো লাগবে না।আর এই দিক বিচার করে এবং গ্রামের মানুষের একাংশের ক্ষোভের কথাটা ও মাথায় রাখতে গিয়ে ফাঁপরে পঞ্চায়েত ও।তাই এই মুহূর্তে পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে কুকুরটিকে খুঁজে বের করাতেই জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। অন্যদিকে ওই পাগলা কুকুরটি আরো কয়েকটি বাচ্চা কুকুরকে কামড়েছে বলে ও জানা গিয়েছে স্থানীয় সূত্রে।তাদের ক্ষেত্রে ও মনিটরিং রীতিমতো কঠিন বলে মন্তব্য করেছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান।

শিশুদের মুখে হাসি ফোটালো আম্মিজান

মো. জহির

কলকাতা। আম্মিজান হেল্পএজ ফাউন্ডেশন অভাবী, নিষ্পাপ শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেছে। ফাউন্ডেশন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যেখানে ১২০০ শিশুকে নতুন এবং ভালো পোশাক দেওয়া হয়। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা আফজাল খান এবং আলিয়া খানের মতে, এটি একটি পোশাক বিতরণ কর্মসূচি ছিল না বরং সমাজের মানুষের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল যে আপনার সামান্য সাহায্য কারও মুখে হাসি ফোটাতে পারে। উক্ত অনুষ্ঠানে আমিরুদ্দিন বিবি, দেবাশীষ কুমার, এস.কে. উপস্থিত ছিলেন। আলম, তাবরেজ আলম, আফরিন আনসারি, মুরাদ মাহমুদ আফরিন গোলাম, হালিম ভাই, আলিয়া আহমেদ, গোলাম রব্বানী, ইমরান জাকি, রাজেন্দ্র ভাই, এস.কে. ফয়সাল এবং এমডি। সাব্বির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ডায়মণ্ড হারবার ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে পুরস্কার বিতরণ সভা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ডায়মণ্ড হারবার শিক্ষা ভবনের সহযোগিতায় সম্প্রতি 'মাইন্ড মন্ত্র অ্যাবাকাস' -এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অঙ্কন প্রতিযোগিতায় কৃতী শিক্ষার্থীদের আজ ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে এক অনাড়ম্বর সভায় পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন ডায়মণ্ড হারবার ফকির চাঁদ কলেজের অধ্যাপিকা সঞ্জনা তামাং। অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ মণ্ডল, আইনজীবী ও সমাজকর্মী তপনকান্তি মণ্ডল, পুলিশ কর্মী কাইফ আজম, শিক্ষক শান্তনু মণ্ডল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। লেখাপড়ায় শিশুদের মনোযোগ বৃদ্ধির ব্যাপারে সুন্দর আলোচনা করেন মাইন্ড মন্ত্রের সংযোজক রণজিত শীল। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা ভবনের পরিচালক সোমা মণ্ডল সহ আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। চারটি বিভাগে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ৭০৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রতি বিভাগে তিনজন করে সফল প্রতিযোগীকে পুরস্কার সহ প্রায় ৩০০ জনকে এদিন মানপত্র ও পদক দিয়ে উৎসাহিত করা হয়।

(১ম পাতার পর)

আইপ্যাকের সাহায্য নিয়েই ২০২৬-এর ভোটের দিকে যাবে তৃণমূল, যা চতুর্থ বার ক্ষমতায় ফেরার লড়াই

বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরের সভায় পরামর্শদাতা সংস্থাকে 'আমার আইপ্যাক' বলে সম্বোধন করছেন।তার পর এ-ও বললেন, 'এটা পিকের (প্রশান্ত কিশোর) আইপ্যাক নয়। ওরা (পিকে) একটা রাজনৈতিক দল গঠন করেছে। এরা একটা নতুন টিম। এদের সহযোগিতা করতে হবে। এদের নামে উল্টোপাল্টা বলা বন্ধ করুন। কাজটা সবাইকে মিলে করতে হবে।'

ব্যবধান মেরেকেটে দু'মাসের। মমতার মনবদলের নেপথ্য-কারণ কী? তৃণমূলের অন্দরে নানা যুক্তি-পাল্টা যুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এক এক জন এক এক ভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করছেন। তবে প্রায় সকলেই মানছেন, ২০২১ এবং ২০২৪ সালের ভোটে আইপ্যাক যে ভাবে কাজ করেছিল, এখনই সেই পদ্ধতি থেকে দলের পক্ষে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। মমতার মতো পোড়খাওয়া রাজনীতিকও তা বুঝতে পেরেছেন। সে কারণেই দলের যে অংশ আইপ্যাক নিয়ে ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত, তাঁদের সরাসরি 'বার্তা' দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আইপ্যাকের ছোঁয়ায় থাকা তৃণমূলের একটি অংশের বক্তব্য, দু'মাস আগে পরিষদীয় বৈঠকে মমতা অতটাই কড়া ভাবে আইপ্যাকের সমালোচনা করেছিলেন কি না, তা নিয়ে তাঁরা সন্দিহান। কোন প্রেক্ষাপটে মমতা ওই কথা বলেছিলেন, তা নির্দিষ্ট ভাবে জানা যায়নি। ফলে আইপ্যাককে পছন্দ করেন না, দলের এমন অংশ যে নিজেদের মনের মাধুরী মিশিয়ে ওই কথা ছড়িয়ে দেননি, তারও নিশ্চয়তা নেই।

পাল্টা যুক্তি হিসাবে অন্য অংশের অভিমত, মমতার 'প্যাক-ফ্যাক' বক্তব্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। তার পরে মমতা একাধিক প্রকাশ্য সভা করেছেন। কিন্তু কখনও বলেননি তাঁর বক্তব্য 'বিকৃত' করা হচ্ছে। ফলে দু'মাস আগে তিনি যে আইপ্যাক নিয়ে 'অসন্তুষ্ট' ছিলেন, তা স্পষ্ট। আবার এ-ও ঠিক যে, সতত পরিবর্তনশীল রাজনীতিতে দু'মাস লম্বা সময়। ফলে এই মনবদল বা মতবদল আশ্চর্যের নয়।

তৃণমূলের প্রবীণদের একটি অংশের বক্তব্য, মমতা ইন্ডোরের বৈঠকে উল্লেখযোগ্য ভাবে বলেছেন, বিজেপির ৫০টা এজেন্সি থাকলে আমাদেরও একটা-দুটো রয়েছে। অর্থাৎ, পদ্মশিবিরের কৌশল বুঝেই মমতা আইপ্যাকের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। ভোটার তালিকার 'ভূত' তাড়ানোর অভিযানে দলের পাশাপাশি পেশাদার সংস্থার 'গ্রাউন্ড সার্ভে' যে গুরুত্বপূর্ণ, তা-ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা। তৃণমূলের এক নেতার কথায়, ''এই কর্মসূচিতে যতটা বুথস্তরের সাংগঠনিক শক্তির ব্যবহার প্রয়োজন, ততটাই দরকার টেকনিক্যাল দিকটা বোঝা এবং সেই অনুযায়ী এগোনো। 'ভূত' চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ।'' আইপ্যাকের সঙ্গে 'সমন্বয়ে' থাকা নেতাদের বক্তব্য, ওই পরামর্শদাতা সংস্থার কাজের ধারায় গত কয়েক মাসে কোনও বদল হয়নি। শেষ ছ'টি উপনির্বাচনেও আইপ্যাক নিজেদের মতো করেই কাজ করেছিল। ফলে বিজেপি এজেন্সি ব্যবহার করছে বলে আইপ্যাকের 'গুরুত্ব' বেড়ে গিয়েছে, বিষয়টা তেমন নয়।প্রশাসনিক সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বুঝতে পেরেছেন, ভোট লড়তে গেলে পেশাদার সংস্থার প্রয়োজন। সে আইপ্যাকই হোক বা অন্য কোনও সংস্থা। সে দিক থেকে দেখতে গেলে পশ্চিমবঙ্গে আইপ্যাক 'পরীক্ষিত'। ভোটের বাকি আর এক বছর। তখন নতুন কোনও সংস্থাকে রাজ্যে এনে কাজ করাতে গেলে তাদের রাজ্য চিনতে চিনতেই সময় চলে যাবে। সেই সূত্রেই অনেকে দিল্লির ভোটে আপের উদাহরণ দিয়ে বলছেন, নির্বাচনের মাস তিনেক আগে আপ আইপ্যাককে নিয়োগ করেছিল। কিন্তু ভোটের ফলাফল তাদের অনুকূলে যায়নি। যা থেকে স্পষ্ট যে, সময় একটা বড় 'ফ্যাক্টর'। মমতা বড় রাজনীতিক বলে সেটাও সম্যক অনুধাবন করেছেন। পাশাপাশিই বুঝতে পেরেছেন, আগামী বিধানসভা ভোটে তৃণমূল স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত আইপ্যাকের সঙ্গে সমন্বয় না-রাখলে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাবে না। সেই কারণেই তাঁর 'মনবদল'।শাসকদলের অনেক নেতারই অভিমত, মমতার 'প্যাক-ফ্যাক' মন্তব্যের রেশ ধরেই মদন মিত্র, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরা পেশাদার সংস্থার উদ্দেশে 'তোলাবাজি', 'অসততা'র অভিযোগ তুলেছিলেন। মদন দলের বার্তা পেয়ে দ্রুত ক্ষমা চেয়ে নেন। কল্যাণের উদ্দেশে সরাসরি কোনও পদক্ষেপ না করলেও তৃণমূলনেত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন, আইপ্যাক সম্পর্কে কোনও 'উল্টোপাল্টা' কথা বলা যাবে না। এর মধ্যে আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের সঙ্গে মমতার বার দুয়েক বৈঠক হয়েছে বলেও খবর। তৃণমূলের অনেকের বক্তব্য, দলের সর্বোচ্চ স্তরে যে 'দূরত্ব' তৈরি হয়েছিল, তা যে কাটার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তার উদাহরণ আইপ্যাকের 'গুরুত্ব' দলের সামনে উপস্থাপিত করা। এবং তা করেছেন মমতা নিজেই। ফলে ডিসেম্বর এবং ফেব্রুয়ারির মধ্যে ফারাক পরখ করা যাচ্ছে। আবার অনেকের বক্তব্য, আইপ্যাক সাংগঠনিক বিষয়ে যাতে মাথা না গলায়, সেটাই দলনেত্রী নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। 'গ্রাউন্ড সার্ভে'র কথা বলে মমতা আসলে পেশাদার সংস্থার সামনে 'লক্ষ্মণরেখা' টেনে দিয়েছেন।

চোপড়ায় আসামি 'ছিনতাই'য়ে গ্রেপ্তার ৫, পুরুষশূন্য গোটা গ্রাম, বসল না হাটও

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রায়গঞ্জ: শনিবার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে স্থানীয়দের বাধার মুখে পড়ে পুলিশ। ধুন্ধুমার বেঁধে যায় চোপড়ার কালিকাপুর এলাকায়। রবিবার থমথমে এলাকা। গ্রাম প্রায় পুরুষ শূন্য। রবিবারে দাসপাড়ায় হাট থাকলেও দেখা নেই ক্রেতা, বিক্রেতার। গ্রামে মোতায়েন পুলিশ।শনিবার মাদক পাচার থেকে অস্ত্রপাচারের অভিযোগে চোপড়ার চুটিয়াখোর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করতে যায় পুলিশ। কিন্তু পুলিশের চোখ এড়িয়ে বাড়ির পিছন দিয়ে বাঁশবন টপকে পুকুরে ঝাঁপ দেয় সে। এই সময় পুলিশকে তীব্র বাধার মুখে পড়তে হয়। অভিযোগ, এলাকার মহিলারা তাদের

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

রাজ্যে হানা 'ভূতুড়ে ভোটারের'? মমতার 'ভয়' নিয়ে অবশেষে মুখ খুলল কমিশন

ভোটার কার্ডে নাম আলাদা। ঠিকানা আলাদা। কিন্তু এক এপিক নম্বর। সেই নিয়েই আপাতত 'ভোট কারচুপির' আশঙ্কা দেখছে রাজ্যের শাসকদল। হাতে আর একটা মাত্র বছর। ছাব্বিশেই বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই ভোট কারচুপি নিয়ে সুর চড়াল রাজ্যে তৃণমূল শিবির।তবে এই একই এপিক নম্বরকে 'স্বাভাবিক' তকমা দিলেও, তা নিয়ে হাত গুটিয়ে না বসে থাকারও আশ্বাস দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রকাশিত প্রেস বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, দ্রুত এই ভুল সংশোধন করা হবে। প্রত্যেক ভোটারকেও আলাদা বা ইউনিক এপিক নম্বর দেওয়া হবে।সম্প্রতি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত তৃণমূলের মহাসমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ তোলেন, 'দিল্লি-মহারাষ্ট্রে মতোই এই রাজ্যে ভোট কারচুপি করে জিততে চায় বিজেপি।' সেই দিন হাতে বেশ কিছু কাগজপত্র নিয়ে উঠে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, 'ছাব্বিশের ভোটের আগে রাজ্যে তৈরি হয়েছে ভূতুরে ভোটার।সুকৌশলে রাজ্যের ভোটার তালিকায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে পঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাটের বাসিন্দা। দেখা গিয়েছে, রাজ্যের বাসিন্দার ভোটার কার্ডের এপিক নম্বরের সঙ্গে মিল থাকছে ভিন রাজ্যের বাসিন্দার এপিক নম্বর।'

উল্লেখ্য, রাজ্যে যখন 'এপিক বিতর্ক' নিয়ে বাড়ছে চাপান-উতোর সেই সময় বড় খোলাসা কমিশনের। রবিবার একটি প্রেস বিবৃতি জারি করে দুই ভিন রাজ্যে একই 'এপিক নম্বর' নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের অবসান ঘটাল তাঁরা।এদিন নির্বাচন কমিশন সাফ জানিয়েছে, একই এপিক নম্বরে দুই রাজ্যে ভোটার থাকা মানেই ভুয়ো ভোটার নয়। এপিক কার্ডে আলফা-নিউম্যারিক নম্বর এক হলেও কার্ডের অন্যান্য তথ্য যেমন, ভোটারের নাম, ব্যক্তিগত তথ্য, বিধানসভা কেন্দ্র, পোলিং বুথ সব আলাদা থাকে। যা সেই ভোটারকে কমিশনের কাছে একটি আলাদা পরিচয় প্রদান করে থাকে।

কমিশনের আরও দাবি, ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তকরণের গোটা প্রক্রিয়াটাই বিকেন্দ্রীক ও স্থানুয়াল মেকানিজমের মাধ্যমে হয়, সেহেতু বিভিন্ন রাজ্যে একই ধরনের এপিক আলফা-নিউম্যারিক নম্বর ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে। যা ফলে দু'টি রাজ্যে একই এপিক নম্বর ইস্যু হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিন্তু এই এপিক নম্বর যাই থাকুক না কেন ভোটার তার বিধানসভা ও লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নির্দিষ্ট বুথ ছাড়া আর কোথাও ভোট দিতে সক্ষম নয়।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দশম পর্ব)

১২২৫ বঙ্গাব্দে মল্লারপুরের বাসিন্দা জগন্নাথ রায় আটচালা ইট দিয়ে নতুন মন্দিরটি নির্মান করেন। মন্দিরটির টেরাকোটা শিল্প আজও পর্যটকদের নজর টানে। মন্দিরের প্রবেশপথের খিলানের ওপর দেবী দুর্গার মূর্তি রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যানও রয়েছে সারা মন্দির জুড়ে। মন্দিরের উল্টোদিকে আছে চন্ডীমন্ডপ। মূল দেবী এখানে তারা কালী। দেবীর মুখ ছাড়া সারা অঙ্গ কাপড়ে আবৃত। আর অন্তরালে কষ্টিপাথরের শিবঠাকুর বর্তমান। রাত আটটার পর মহাকালী দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা মেলে। এছাড়াও মন্দির চত্বরেই রয়েছে বিষ্ণুর দুই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(১ম পাতার পর)

ভোটার কার্ড নিয়ে নির্বাচন কমিশনের যুক্তিকে তীব্র কটাক্ষ বিকাশের, 'সাধুবাদ' দিলেন তৃণমূলকে

নিয়ে নির্বাচন কমিশনের যুক্তিকে এবার তীব্র আক্রমণ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের।

অন্যদিকে বিজেপির শমীক ভট্টাচার্য শাসকদলের তোলা ভুয়ো এপিক কার্ড অভিযোগ প্রসঙ্গে- বলেন, "মানুষ যখন প্রতিবাদে নেমেছে তখন তাঁরা নির্বাচন কমিশনকে টার্গেট করেছে। এটা কোনও অবস্থায় প্রভাব ফেলতে পারে না। একটা অংশকে বাদ দিতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। কলকাতার মহানাগরিক, তিনিও নাকি ভুয়ো ভোটার ধরতে বেরিয়েছে। আসলে দিল্লির নির্বাচনের পর তৃণমূল ভয় পেয়ে নতুন নাটক করছে।"এই প্রসঙ্গে প্রবীণ সিপিআইএম নেতা তথা প্রাক্তন মেয়র বলেন, শাসক দলের কিছু নেতা যে প্রক্রিয়া ভোটার লিস্ট নিয়ে শুরু করেছেন আমি তাকে সাধুবাদ জানাই। আমরা তো স্ক্রুটিনি করি,শাসক দল-সহ সব রাজনৈতিক দলেরই করা উচিত। একই এপিক কার্ড নিয়ে নির্বাচন কমিশন যে যুক্তি দিচ্ছে তা একেবারেই ছেঁদো যুক্তি।

বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আরও বলেন, "ভোটাররা ভোট দিতে গেলে এপিক নম্বরই দেখা হয় বুথে, আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে। কেউ দেখে না কোন পোলিং স্টেশন, বুথ ইত্যাদি। সুষ্ঠ ভোটের জন্য নির্বাচন কমিশনকে দুর্বল যুক্তি সরিয়ে সঠিক পদক্ষেপ করতে হবে।"

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ভৌম প্রদোষ ব্রতঃ যে সকল প্রদোষ এর তিথি মঙ্গলবার এ পালিত হয় সেগুলো ভৌম প্রদোষ নামে পরিচিত। এ তিথিতে প্রদোষ পালন করলে দেহ যে কোন রোগ থেক মুক্তি পায় এবং তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। তাছাড়া তাদের জীবনের উন্নতি হয়।

সৌম ভরা প্রদোষ ব্রতঃ সৌম ভরা প্রদোষ ব্রত পালিত হয় বুধবারে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সোমবার রাস্তায় বামেরা, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য বড় বার্তা পুলিশের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সোমবার থেকে শুরু উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা। শনিবারের ঘটনার প্রতিবাদে যাদবপুরে বনধ ডেকেছে বাম ছাত্র-সংগঠনগুলি। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার দিন এই ধর্মঘট ডাকায় শুরু হয়েছে বিতর্ক। এই নিয়ে রবিবার কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হয়েছে। লালবাজার স্পষ্ট জানিয়েছে, এই কর্মসূচির বিষয়ে তাদের অফিশিয়ালি পুলিশকে কিছু জানানো হয়নি।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু পৌঁছতেই উত্তেজনা পৌঁছয় চরমে। বাম ছাত্র সংগঠনগুলি ব্রাত্য বসুকে মূর্দাবাদ স্লোগান দেন। তাঁর কনভয় বেরনোর আগে পড়ুয়াদের একাংশ বাধা দেন বলে অভিযোগ। গাড়ির সামনের কাচ মেরে ফাটানো হয়েছে। পাল্টা পড়ুয়াদের দাবি, শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি চাপা দিয়ে মারার চেষ্টা করেছে এক ছাত্রকে। এরই প্রতিবাদে আগামিকাল ধর্মঘট ডেকেছে বাম ছাত্র সংগঠনগুলি। তবে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় বেড়েছে এই কর্মসূচিকে কেন্দ্রকে দানা বেঁধেছে বিতর্ক।সোশ্যাল মিডিয়া মারফত তারা জেনেছে। তারপরও আগামিকাল পড়ুয়াদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে যে কোনও রকম অসুবিধা হবে না, রাস্তায় পর্যাপ্ত পুলিশ থাকবে সেই বিষয়ে জানিয়েছে তারা।

এ দিন এডিজি আইবি ও অ্যান্টি কোরাপশন ব্রাঞ্চের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার জাভেদ শামিম বলেন, "আগামিকাল পরীক্ষা আছে। পুলিশ প্রস্তুত আছে। কিছু রাজনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে। আমরা আশ্বাস দিচ্ছি কোনও রকম অসুবিধা হবে না।" আজ লালবাজারের তরফে একটি হেল্প লাইন নম্বর প্রকাশ করা হয়। পড়ুয়ারা কোনও অসুবিধায় পড়লে ৯৪৩২৬১০০৩৯ নম্বরে ফোন করতে পারবেন। এর পাশাপাশি ১০০ ডায়াল করলেও তাঁরা সাহায্য পাবেন।সোমবার রাস্তায় থাকবে পর্যাপ্ত বাস। পর্যাপ্ত পুলিশ থাকবে পথে। সব সময় নজরদারি চালানো হবে। ট্রাফিক বিভাগ আরও সচল থাকবে। সিভিক ভলান্টিয়র থেকে উচ্চ-পদস্থ পুলিশ আধিকারিক, সকলেই থাকবেন দায়িত্বে।

অপরদিকে পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার ভর্মা বলেন, "কোন অসুবিধা হলে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। যারা রাজনৈতিক কর্মসূচি করছেন তারা নিশ্চিয়ই মাথায় রাখবেন। কলকাতা পুলিশের এলাকায় ৩০ হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবেন। কলেজ স্কোয়ার, যাদবপুর সহ বেশ কিছু জায়গায় বিশেষ নজরদারি থাকবে।"

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

(৩ পাতার পর)

চোপড়ায় আসামি 'ছিনতাই'য়ে গ্রেপ্তার ৫, পুরুষশূন্য গোটা গ্রাম, বসল না হাটও

ঘিরে ফেলে সরকারি কাজে বাধা দেয়। মুজিবরকে পুকুর থেকে তুলে পুলিশের ভ্যানে তোলার চেষ্টা করতেই ফের পিঠটান দেয় সে। এই সময়ও স্থানীয় মহিলারা তাকে 'গার্ড' করছিল বলে খবর। এরপর ধানখেত ধরে ছুটতে থাকে অভিযুক্ত। পুলিশও তাড়া করলেও তাকে আর ধরতে পারেনি। গ্রামবাসীরা রীতিমতো তাকে 'ছিনিয়ে' নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। খোঁজে তল্লাশি চলছে।এদিকে পুলিশের হাত থেকে আসামিকে 'ছিনতাই'য়ের ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের আদালতে পেশ করা হবে।

রবিবার গ্রামজুড়ে নিঃশব্দতা! অনেক কম ব্যবসায়ী হাটে এসেছেন। বন্ধ রয়েছে গ্রামের দোকানগুলিও। মুদিখানা থেকে মিষ্টি এমনকী বন্ধ অনেক ওষুধের দোকানও। অভিযুক্ত মুজিবর রহমানের বাড়ির সদস্যরাও বাড়ি ছেড়েছেন। তাঁদের দেখা মেলেনি।

এদিকে কালকের ঘটনায় পুলিশ ২৭ জনকে আটক করে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গভীর রাতের দিকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পলাতক আসামি খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। অনুমান, অভিযুক্ত ভিনরাজ্যে পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারে।

শিয়ালদহ থেকে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি বাবা-ছেলে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পকেটে এ দেশের আধার-ভোটার-প্যান কার্ড! সঙ্গে আবার স্বাস্থ্যসাথী থেকে পাসপোর্ট! সব নথিই এক্কেবারে আসল! শনিবার দুপুরে এমন এক যুবককে শিয়ালদহ স্টেশনে 'বাংলাদেশি' অনুপ্রবেশকারী হিসেবে গ্রেপ্তার করল জিআরপি। অভিযোগ, বছর দুয়েক আগে ভারতে এসে সময়মতো ভারতীয় তৈরি করিয়ে নিয়েছে টাকার বিনিময়ে। অন্যদিকে বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার ভারত বাংলাদেশ হাকিমপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করছিল চার বাংলাদেশি। সেই সময় অনুপ্রবেশকারীদের আটক করে স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফের ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা। পুলিশের প্রাথমিক জেরায় জানতে পারে, তারা অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে এদেশে ঢুকছিল। তাদের কাছে কোনও বৈধ কাগজপত্র নেই। স্বরূপনগর থানার পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করে। নাম মহম্মদ ইয়াকুব হোসেন, ফরহাদ হোসেন, কামরুল ইসলামস, মনির হোসেন। শনিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।শনিবার দুপুরে মহম্মদ পিকুল বিশ্বাস নামের ওই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। সঙ্গে তাঁর বাবা মহম্মদ আলিয়ার বিশ্বাসকেও গ্রেপ্তার করে রেল পুলিশ। রেল পুলিশ জানিয়েছে, বাবার কাছে বাংলাদেশের পাসপোর্ট থাকলেও ছেলের কাছে ছিল সব নথি ভারতীয়। তবে সেই নথিতে মহম্মদ নামের উল্লেখ নেই। জেরায় যুবক স্বীকার করেছে, কয়েক বছর আগে সে বাংলাদেশের ঝিনাইদহ থেকে কলকাতায় আসে। ফল বিক্রিকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়। এরপর সব নথি তৈরি করে বাবাকে চিকিৎসা করাতে কলকাতায় আনে। চিকিৎসা শেষে বাবাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতেই এদিন শিয়ালদহ এসেছিল সে।

এরপরই দু'জকে গ্রেপ্তার করে জিআরপি। দু'জনেই বাংলাদেশের নাগরিক। ছেলেকে অনুপ্রেবশকারী ও মিথ্যে পরিচয় দেওয়ার অপরাধ ও বাবার বাংলাদেশের পাসপোর্ট থাকা সত্বেও ছেলেকে বেআইনি কাজে উৎসাহিত করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে রেল পুলিশ জানিয়েছে।

কলকাতায় বাড়ি বাড়ি গ্যাস সরবরাহ হবে কবে?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রাজ্য জুড়ে বহুদিন ধরেই একাধিক সরকারি প্রকল্প চালু রয়েছে। তেমনি বেশ কিছুদিন ধরেই কানাঘুঁষো শোনা যাচ্ছে সরকারি প্রকল্পে এবার কলকাতায় বাড়ি বাড়ি, পাইপ লাইনের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হবে রান্নার গ্যাস। দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময় ধরে থমকে রয়েছে কলকাতার গ্যাস লাইন প্রকল্পের কাজ।কলকাতা সংলগ্ন একাধিক এলাকা ঘন জনবসতিপূর্ণ হওয়ায় এই কাজ শেষ হতে প্রায় ৫-৬ মাস সময় লাগতে পারে। এপ্রসঙ্গে বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানির সিইও অনুপম মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আপাতত বেশি খরচ করে তারা কলকাতায় পাইপ লাইন বসাচ্ছেন। কারণ তারা চাইছেন অন্তত কাজটা শুরু হোক। তবে সেই সাথে তিনি জানিয়েছেন, 'আমরাও সরকারি সংস্থা। এটা সব পক্ষের বোঝা উচিত। এই অতিরিক্ত খরচ আসলে প্রকল্পের মোট খরচের ওপর প্রভাব ফেলবে সেটা একেবারেই কাঙ্খিত নয়।'তবে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকার পর অবশেষে আবার চালু হচ্ছে কলকাতার এই প্রকল্পের কাজ।

রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যাচ্ছে, ইএম বাইপাস সংলগ্ন কালিকাপুর থেকে যাদবপুর থানা পর্যন্ত মোট ৪ কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে পাইপ লাইন (Gas Pipeline) বসার কাজ শুরু হয়ে যাবে এই মার্চ মাস থেকেই। এই রান্নার গ্যাসের পাইপ লাইন বসানোর প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানির ওপর। এই কোম্পানির সিইও অনুপম মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পুজোর আগেই পাইপলাইন বসানোর কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে মনে করছেন তিনি।

সারা রাজ্যে গ্যাসের পাইপলাইন বসানোর কাজ করতে রাস্তাঘাটে প্রচুর খোঁড়া খুড়ির কাজ করতে হয়েছে। আর এইভাবে রাস্তা খোঁড়ার কাজ করতে গিয়ে অন্যান্য জায়গায় যে পরিমাণ খরচ হয়েছে তার থেকে প্রায় পাঁচ গুণ বেশি খরচ হয়েছে কলকাতা পুর-এলাকায়। প্রত্যেক মিটারে কলকাতা পুর-এলাকায় মোট ৮৪৫ টাকা করে খরচ হয়েছে। এই খরচের পরিমাণ নিয়েই বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বেঙ্গল গ্যাসের সাথে জটিলতা তৈরি হয়েছিল কলকাতার পুর-কর্তৃপক্ষের। কিন্তু জানা যাচ্ছে, প্রকল্পের স্বার্থে আপাতত সংস্থাটি পুরসভার দাবি মেনে নিয়েছে। উভয়পক্ষের আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রকল্পের স্বার্থে আপাতত সংস্থাটি পুরসভার কথা মতই খরচের হিসাব দিয়ে এই ৪ কিমি পাইপলাইন বসাবে। জানা যাচ্ছে, পুরসভার তরফ থেকে এই পাইপলাইন (Gas Pipeline) বসানোর জন্য যে টাকা খরচ হবে তার হিসেব পাঠানো হবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে। তারপর মার্চ মাসেই সেই টাকা জমা করে শুরু হয়ে যাবে গ্যাসের পাইপলাইন বসানোর কাজ।

কলকাতা সংলগ্ন একাধিক এলাকা ঘন জনবসতিপূর্ণ হওয়ায় এই কাজ শেষ হতে প্রায় ৫-৬ মাস সময় লাগতে পারে। এপ্রসঙ্গে বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানির সিইও অনুপম মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আপাতত বেশি খরচ করে তারা কলকাতায় পাইপ লাইন বসাচ্ছেন। কারণ তারা চাইছেন অন্তত কাজটা শুরু হোক। তবে সেই সাথে তিনি জানিয়েছেন, 'আমরাও সরকারি সংস্থা। এটা সব পক্ষের বোঝা উচিত। এই অতিরিক্ত খরচ আসলে প্রকল্পের মোট খরচের ওপর প্রভাব ফেলবে সেটা একেবারেই কাঙ্খিত নয়।'

জানা যাচ্ছে, কলকাতা পুর-এলাকায় মোট চার হাজার থেকে সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার পাইপ বসানো হবে। সংশ্লিষ্ট সংস্থার তরফে ইতিমধ্যেই রাস্তা খোঁড়া ও তার ছাড়পত্র পাওয়ার খাতে ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে প্রতি মিটারে ৮৪৫ টাকা খরচ হওয়ায়, এই বরাদ্দের পরিমাণ ছাপিয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। কলকাতা পুরসভা সূত্রের দাবি পুর আইনে এই খরচ ধার্য আছে। ফলে তাতেই কাজ করতে হবে। তবে অনুপম বাবুর আশা, আলোচনা করে দ্রুত রফাসূত্র বেরোবে। সূত্রের খবর,হুগলির দু'তিনটি পুরসভা এলাকায় পুজোর আগে এবং নদিয়ার কল্যাণী ও উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক পুর এলাকায় পুজোর পরে পাইপে রান্নার গ্যাস সরবরাহ করা শুরু হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সিনেমার খবর

গোপনে বিয়ে সারলেন নারগিস ফাখরি!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বিয়ে করেছেন বলিউড অভিনেত্রী নারগিস ফাখরি। তবে, তার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়েছে আরও সপ্তাহখানেক আগে! শোনা যাচ্ছে, আমেরিকার এক ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেছেন নারগিস; বর্তমানে স্বামীকে নিয়ে হানিমুন উদযাপনে ব্যস্ত তিনি।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, আমেরিকান ব্যবসায়ী টোনি বাগকে বিয়ে করেছেন নারগিস। ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারি হিলসের একটি বিলাসবহুল হোটেলে বসে তাদের বিয়ের আসর। খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতিতে বিয়ে সারেন তারা।

এদিকে নারগিস তার ইনস্টাগ্রামে সুইজারল্যান্ড থেকে হানিমুনের ছবি শেয়ার করেছেন এবং টনির পোস্ট করা স্টোরিগুলোও শেয়ার করেছেন। এতে নিশ্চিত হওয়া যায়, তারা একসঙ্গেই রয়েছেন এবং একান্ত সময় কাটাচ্ছেন।

'রকস্টার' এবং 'ম্যাড্রাস কাফে'র মতো ছবির মাধ্যমে পরিচিতি পান নারগিস ফাখরি। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে অভিনেত্রীর দূরত্ব বেড়েছে অনেকদিন ধরেই। পাড়ি দিয়েছেন মার্কিন মুলুকে। একটা সময় রণবীর কাপুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে তার। তারপর প্রায় পাঁচ বছর উদয় চোপড়ার সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন। সেই সময় যদিও সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি তিনি। পরে প্রেম ভাঙার পর সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন নার্গিস। বলা বাহুল্য, বহুবার মন ভেঙেছে তার! এবার বিয়ে করে সংসারী হলেন নারগিস।

বাংলাতেই হোক কথা, বাংলাতেই হোক প্রেম: মধুমিতা

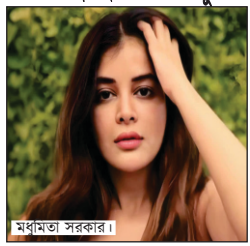

মধুমিতা সরকার।

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে মারাত্মক কটাক্ষের শিকার হতে হয়েছিল কলকাতার অভিনেত্রী মধুমিতা সরকারকে। নেটপাড়ার একাংশ তো বটেই এমনকী সিনেজগতের 'সতীর্থ' ঋদ্ধি সেনের তোপের মুখেও পড়তে হয় অভিনেত্রীকে। আসলে, ভারতবর্ষ বানানটাই ভুল লিখেছিলেন মধুমিতা। এবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বিশেষ বার্তা দিলেন মধুমিতা।

ভিডিও সে বার্তায় মধুমিতাকে বলতে শোনা যায়, "বাংলা ভাষা আমার ভাষা। সবচেয়ে মিষ্টি ভাষা। সকলকে জানাই ভাষা দিবসের অনেক শুভেচ্ছা। আজ বাংলাতেই হোক কথা, বাংলাতেই হোক গান। আর হ্যাঁ, বাংলাতেই হোক প্রেম।"

এই পোস্টে মধুমিতাকেও শুভেচ্ছাবার্তায় ভরিয়ে দিয়েছেন তার অনুরাগীরা।কমেন্ট বক্সে এক নেটিজেন লিখেছেন, 'আমাদের মাতৃভাষা খুবই মিষ্টি ভাষা বাংলা ভাষা। সবাইকে জানাই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।' আরেকজনের ভাষ্য, 'শুভ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।'

প্রসঙ্গত, মধুমিতা সরকার 'বোঝেনা সে বোঝেনা' টেলিভিশন ধারাবাহিককে পাখি ঘোষ এবং কুসুম দোলায় ডক্টর ইমন মুখার্জির প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নেটিজেনদের মাঝে পরিচিতি পেয়েছেন। তার বাণিজ্যিক ও সমালোচকদের সফল সিনেমা চিনি ২ ও সূর্য।

শাহরুখকে কেন স্বার্থপর বলেছিলেন সালমান?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউডে একসময় শাহরুখ ও সালমান খানের বন্ধুত্বের বিস্তর চর্চা হত। তবে একটা সময়ে সেই বন্ধুত্ব হঠাৎই ভেঙে যায়। সালমানের দাবি, শাহরুখ বন্ধুত্ব রাখতে জানেন না। আর এ মন্তব্যেই ফুঁসে উঠেছিলেন শাহরুখ। দুই খানের ভেতরের বিষয় ছড়িয়ে পড়তেও বেশি সময় লাগেনি। অনুরাগীরাও তাদের ঘটনায় হতবাক।

ঘটনা ২০০৮ সালের। দুই বন্ধু মুখোমুখি হয়েছিলেন ক্যাটরিনা কাইফের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। জমজমাট সেই আড্ডায় হঠাৎই শাহরুখকে নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি শুরু করেছিলেন সালমান। সেই সময়ে ছোট পর্দায় শাহরুখের একটি অনুষ্ঠান হত—'কেয়া আপ পাঁচভি পাস সে তেজ হ্যায়?' সেই অনুষ্ঠান নিয়ে মশকরা শুরু

শাহরুখ খান ও সালমান খান

করেছিলেন সালমান। এমনকি, শাহরুখকে 'স্বার্থপর' বলেও খোঁচা দিয়েছিলেন।

সালমান বলেছিলেন, 'তুমি খুব স্বার্থপর মানুষ। প্রয়োজন পড়লেই তোমার লোকজনের কথা মনে পড়ে। পরে আর তাদের সঙ্গে তুমি কোনো যোগাযোগ রাখো না।'

সালমানের ছবি 'ম্যায় অর মিসেস খান্না' ছবিতে একটি ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করতে বলা হয়েছিল শাহরুখকে। কিন্তু শাহরুখ রাজি হননি। শাহরুখের এই সিদ্ধান্তের ওপরেই সালমান কটাক্ষ করা শুরু করেছিলেন বলে জানা যায়। তার কারণ, শাহরুখের 'ওম শান্তি ওম' ছবিতে ক্যামিও চরিত্রে রাজি হয়েছিলেন সালমান। এমনকি, শাহরুখ সঞ্চালিত এক অনুষ্ঠানেও ক্যাটরিনাকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। তাই শাহরুখের থেকে প্রত্যাখ্যান মেনে নিতে পারেননি ভাইজান।

শাহরুখও সালমানের অনুষ্ঠান 'দস কা দম' নিয়ে খোঁচা দিয়েছিলেন সেই দিন। সব মিলিয়ে বাকযুদ্ধের জেরে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। ভেঙে যায় তাদের বন্ধুত্ব। পরে বাবা সিদ্দিকির ঈদের অনুষ্ঠানে ফের দু'জনের বন্ধুত্ব জোড়া লাগে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি স্পেশাল

নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সামনে সেমিফাইনালে ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কেরিয়ারের দ্বিতীয় এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অভিষেক ম্যাচেই ফাইফার। তাও আবার এমন একটা টিমের বিরুদ্ধে, যারা স্পিনের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত খেলে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পুঁজি ছিল মাত্র ২৪৯ রান। বরুণের ফাইফারে ৪৪ রানের বিশাল জয়।

গ্রুপ পর্বে জয়ের হ্যাটট্রিক করেই সেমিফাইনালে ভারত। শেষ চার আগেই নিশ্চিত হয়েছিল। গ্রুপ এ-তে শীর্ষস্থানে কে থাকবে তারই ফয়সালা হওয়া বাকি ছিল। রবিবার দুবাইতে মুখোমুখি হয় ভারত ও নিউজিল্যান্ড। ভারতের স্কোয়াডে লাস্ট মিনিট এন্ট্রি নেওয়া বরুণ চক্রবর্তীর কামাল। কেরিয়ারের দ্বিতীয় এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অভিষেক ম্যাচেই ফাইফার। তাও আবার এমন একটা টিমের বিরুদ্ধে, যারা স্পিনের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত খেলে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পুঁজি ছিল মাত্র ২৪৯ রান। বরুণের ফাইফারে ৪৪ রানের বিশাল জয়। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া।

নিউজিল্যান্ড প্রথম দু-ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তানে। সেখানে ব্যাটিং সহায়ক পিচ। তার উপর প্রতিপক্ষ ছিল পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। সহজেই জিতেছিল তারা। সেই অর্থে কোনও চ্যালেঞ্জের সামনে পড়তে হয়নি। দুবাইয়ের পরিস্থিতি আলাদা। তবে প্রতিপক্ষর নিরিখে ভারতও প্রথম দু-ম্যাচে পাকিস্তান, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সমস্যায় পড়েনি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইটা কঠিন ছিল। জয়টা এল সহজেই।

কিউয়ি ব্যাটাররা স্পিনের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত। কয়েক মাস আগেই ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজে ক্লিনসুইপ করেছে তারা। স্পিনটা দুর্দান্ত সামলেছিলেন। তেমনই তাদের স্পিনাররাও দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিলেন। দুবাইয়ের মন্থর পিচে ২৫০ রান তাড়ায় ভালো জায়গাতেই ছিল নিউজিল্যান্ড। তবে ভারতের স্পিনাররা চাপ তৈরি করতে থাকেন। আর বরুণ চক্রবর্তী সেই চাপকে কাজে লাগালেন। কুলদীপ, অক্ষর, জাডেজাও দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। ভারতীয় শিবিরে এখন একটাই প্রশ্ন, পাঁচ উইকেট নেওয়া বরুণকে সেমিফাইনালে একাদশের বাইরে রাখা কি আর সম্ভব?

দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও হার এড়ালো ম্যানইউ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ক্রিস্টাল প্যালেস ও টটেনহ্যাম হটস্পারের পর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে জয়ের উল্লাসে ভাসার অপেক্ষায় ছিল এভারটন। তবে ঠিক ঘুরে দাঁড়ালো ম্যানচেস্টারের ক্লাবটি। দ্বিতীয়ার্ধে আট মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল করে ইপিএলে হ্যাটট্রিক হার এড়ালো দলটি।

বুধবার এভারটনের ঘরের মাঠে প্রথমার্ধে পাত্তাই পায়নি ম্যানইউ। বিরতির আগেই ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে তারা।

রক্ষণের ভুলে ১৯তম মিনিটে অতিথিদের জালে বল জড়ান বেতো। গোল বৈধ ছিল কিনা জানতে কয়েক মিনিট ভিএআর যাচাই করতে হয়েছিল রেফারিকে। ৩৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আব্দুলায়ে ডকুরে। জ্যাক হ্যারিসনের প্রচেষ্টা ফিরে এলে হেড করে বল জালে জড়ান তিনি।

আন্দ্রে ওনানার বাধায় আরও একাধিক গোল করতে পারতো এভারটন। হাফটাইমের কিছুক্ষণ পরই ডকুরের দারুণ প্রচেষ্টা রুখে দেন ম্যানইউ কিপার। তারপরই জেগে ওঠে অতিথিরা। শেষ পর্যন্ত ব্রুনো ফের্নান্দেসের গোলে ৭২ মিনিটে ব্যবধান কমায় তারা। বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের ফ্রি কিকে দারুণ এক গোল করেন তিনি।

আট মিনিট পর সমতা ফেরান ম্যানুয়েল উগার্তা। ফের্নান্দেসের ফ্রি কিকে ফিরতি শটে গোল করেন তিনি। কিন্তু হারতেই বসেছিল আমোরিমের দল। বক্সের মধ্যে অ্যাশলে ইয়াং পড়ে গেলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি অ্যান্ডি ম্যাডলি। অবশ্য ভিএআর দেখে রেফারি বুঝতে পারেন, ইয়াং অল্পতেই ম্যানইউর বক্সে পড়ে গেছেন। পেনাল্টির সিদ্ধান্ত পাল্টান তিনি।

২৬ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে ১৫ নম্বরেই আছে ম্যানইউ। ৩১ পয়েন্ট পেয়ে ১২তম স্থানে উঠে গেছে এভারটন।

কষ্টের জয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখল বার্সেলোনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

লা লিগার শিরোপার লড়াই আরও জমে উঠেছে। আগের ম্যাচে ভ্যালেন্সিয়াকে হারিয়ে শীর্ষে উঠেছিল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। তবে তাদের সেই অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ২৪ ঘণ্টা না যেতেই আবারও শীর্ষস্থান দখলে নিয়েছে বার্সেলোনা। শনিবার এস্তাদিও দে গ্রান ক্যানারিয়ায় স্বাগতিক লাস পালমাসকে ২-০ গোলে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ফিরেছে কাতালানরা।

প্রথমার্ধে প্রতিপক্ষের মাঠে বেশ ভুগতে হয় বার্সেলোনাকে। শুরুতেই ভালো সুযোগ পায় লাস পালমাস, তবে তাদের নিচু শট রুখে দেন বার্সা গোলরক্ষক ভয়চেক সেজনি। কয়েক মিনিট পর বার্সাও গোলের সুযোগ পেলেও রবার্ট লেভান্ডোভস্কির হেড লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। প্রথমার্ধে একাধিকবার আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করেও জমাটবদ্ধ লাস পালমাস রক্ষণের কারণে সফল হয়নি বার্সেলোনা।

দ্বিতীয়ার্ধেও বার্সার গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ৬১তম মিনিট পর্যন্ত। তরুণ প্রতিভা লামিনে ইয়ামালের দারুণ পাস থেকে স্প্যানিশ উইঙ্গার দানি ওলমো নিখুঁত শটে লক্ষ্যভেদ করেন। এরপর লেভান্ডোভস্কি দুটি সুযোগ পেলেও প্রথমবার তার হেড রুখে দেন গোলরক্ষক এবং পরের শটটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৮০ মিনিটে বার্সেলোনার বিপক্ষে পেনাল্টির জোরালো দাবি ওঠে, যখন লাস পালমাসের অ্যালেক্স সুয়ারেজের শট ডিফেন্ডার এরিক গার্সিয়ার হাতে লাগে। এতে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং দু'পক্ষের একজন করে হলুদ কার্ড দেখেন। তবে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) মাধ্যমে সিদ্ধান্তটি অফসাইড বলে বাতিল হয়। অতিরিক্ত সময়ের পঞ্চম মিনিটে বদলি খেলোয়াড় ফারমিন লোপেজ রাফিনিয়ার পাস পেয়ে ছয় গজ বক্সের কোণা থেকে বাঁ পায়ের শটে বার্সার জয় নিশ্চিত করেন।

নতুন বছরে ১৩ ম্যাচে অপরাজিত থাকার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে বার্সেলোনা। লা লিগায়ও টানা পাঁচ ম্যাচে জয় পেল তারা। এই জয়ে ২৫ ম্যাচে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠেছে হ্যান্সি ফ্লিকের দল। সমান ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়াল মাদ্রিদ ২৪ ম্যাচে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে তৃতীয় স্থানে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 & 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR